পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা

রামগড় স্থলবন্দর

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

ক্রেডিট নং-৬০০২-বিডি

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের পটভূমিঃ বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) কাছ থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (ইউএসডি) ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প -১ (বিআরসিপি -১) বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল তিনটি উপাদান রয়েছে যার প্রথম উপাদানটি হচ্ছে ভোমরা ও বেনাপোলের অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও স্থলবন্দর সুবিধার উন্নয়ন এবং রামগড় ও শেওলাতে নতুন স্থলবন্দর স্থাপন সম্পর্কিত। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ) এই উপাদানটির বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল যোগাযোগের উন্নতি, লজিস্টিক বাঁধা হ্রাস এবং সীমান্ত পরিচালনা ও বাণিজ্য সহজীকরণে আধুনিক পদ্ধতির আত্মস্থকরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পরিবেশের উন্নতি করা। রামগড়ে নতুন স্থলবন্দরের কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে ১০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের প্রভাবঃ রামগড় স্থলবন্দরটি রামগড় পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ফেনী (ফেনী নদীর কুল) নদীর বাম তীরে এবং নবনির্মিত মৈত্রী সেতুর বাংলাদেশের দিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত পুরো ১০ একর এলাকাটিই ব্যক্তিগত জমি। মোট এলাকার মধ্যে ০.২৭ একর আবাসিক এবং অবশিষ্ট ৯.৭৩ একর কৃষি জমি রয়েছে। সেখানে বাণিজ্যিক কোন জমি নেই। প্রকল্পটি আবাসিক কাঠামো এবং গাছের উপর খুব সীমিত প্রভাব ফেলেছে তবে ফসলের জন্য যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। সেখানে মোট ৬১টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার থাকলেও তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে ৪ জন মালিককে পাওয়া না যাওয়ায় ৫৭টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ৫৭টি পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৩৪৪ জন। নিম্নে প্রভাবের সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করা হলঃ

ক্ষয়-ক্ষতির সংক্ষিপ্ত তালিকা-

বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ
মোট অধিগ্রহণকৃত জমি	একর	১০.০০
মোট ক্ষতিগ্রস্থ খানা	সংখ্যা	৬১ (৫৭ খানা ও ৪ অনুপস্থিত খানার মালিক)
মোট জমি প্লট (দাগ)	সংখ্যা	১২
মোট ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা	সংখ্যা	খানায় মোট ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা- ৩৪৪ জন
কাঠামো হারানো ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ	সংখ্যা	৫টি ক্ষতিগ্রস্থ খানা, ৭ টি আবাসিক কাঠামো (১টি সেমি পাকা, ৬ টি কাঁচা), ৩ টি গোয়ালঘর (সবগুলি কাঁচা), ৪ টি রান্নাঘর (সবগুলি কাঁচা), ৪টি পায়খানা (নন-ওয়াটার সিলড স্যানিটারি/ নন-স্যানিটারি /পিট), ২টি টিউবওয়েল, ৫ টি বৈদ্যুতিক লাইন
ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর ভাড়াটিয়া	সংখ্যা	১
ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর দখলদার	সংখ্যা	৪
গাছ সহ মোট ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা	সংখ্যা	৬ টি পরিবার যাদের ১৪২টি ফলজ এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ (২৫ টি বড়, ৪৪ টি মাঝারি, ২৯ টি ছোট ও ৪৪ টি চারা) গাছ রয়েছে
ক্ষতিগ্রস্থ ফসল (শাকসবজি, ধান, গম, পাট, আলু)	সংখ্যা	৩১ জন কৃষক (শাক সবজি, আলু, পেয়াজ/রসুন, ডাল, তেল বীজ ও বেগুন) যার মধ্যে ২৯ জন ক্ষতিগ্রস্থ খানা
মহিলা প্রধান খানা	সংখ্যা	১ জন বাঙালি ক্ষতিগ্রস্থ মহিলা প্রধান খানা (অনুদান হিসেবে ২৫,০০০ টাকা পাবেন)
সনাক্তকৃত অনুপস্থিত মালিক	সংখ্যা	৪ (৩ জন উপজাতি, ১ জন বাঙালি)
দরিদ্র/অসহায় যাদের আয় প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকার উপরে নয়	সংখ্যা	১২ (২ জন উপজাতি)

আইনী নীতি কাঠামোঃ বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষার নীতিসমূহ যেমন ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ (ওপি ৪.১১), উপজাতি জনগোষ্ঠী (ওপি ৪.১০) এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন (ওপি ৪.১২) নীতিমালা রামগড় স্থলবন্দরের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

মতামত গ্রহণ ও প্রকাশঃ প্রকল্প সম্পর্কে অংশীদারদের ভূমিকা এবং মতামত গ্রহণের জন্য দুটি আলোচনা সভা এবং দুটি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়াঃ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ রামগড়ে একটি অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএম) প্রতিষ্ঠা করবে এবং রামগড়ের ইউএনও (আহবায়ক), হেডম্যান (সদস্য), সমাজ বিশেষজ্ঞ, বিআরসিপি -১ (সদস্য), বিএলপিএ, সহকারী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, বিআরসিপি-১ (সদস্য সচিব) সমন্বয়ে একটি অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন করবে। উক্ত কমিটি জীবিকা পুনরুদ্ধারসহ ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের সাথে জড়িত অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করবে। উপজেলা পর্যায়ের জিআরসি যদি সময়ের মধ্যে অভিযোগগুলি সমাধান করতে সক্ষম না হয় তবে তারা সদর দফতরে গঠিত জিআরসির সাহায্য নেবেন। সদর দফতরের জিআরসি ঢাকাতে গঠন করা হবে যেখানে প্রকল্প পরিচালক (পিডি) সভাপতিত্ব করবেন এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) সদস্য সচিব এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞ সদস্য হবেন।

এনটাইটেলমেন্টের যোগ্যতাঃ অধিগ্রহণকৃত জমি এবং/অথবা জমিতে কোন বস্তুগত সম্পদ (physical assets) থাকলে তিনি ক্ষতিপূরণ এবং অন্য পুনর্বাসন সহায়তার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। শুমারি (census) এবং ক্ষয়ক্ষতির তালিকা (Inventory of Losses) চিহ্নিতকরণ এবং নির্ধারিত প্রভাবের ভিত্তিতে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। এনটাইটেলমেন্ট সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মূল প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন (Implementation) ব্যবস্থাঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে প্রকল্প অফিসে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রতিষ্ঠা করবে যা প্রকল্পের সার্বিক কার্যসম্পদনের কাজে নিয়োজিত থাকবে। প্রকল্প পরিচালক ছাড়াও বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের তদারকি করবেন।

পুনর্বাসন ব্যয় এবং বাজেটঃ টাইটেল হোল্ডার এবং টাইটেল হোল্ডার নয় এমন ব্যক্তিদের বিশদ বাজেট প্রস্তুত করার জন্য প্রকল্প এলাকা, সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর পরিদর্শন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আনুমানিক ব্যয় চূড়ান্ত করা হয়েছে। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার মোট আনুমানিক ব্যয় ১,৪৯৭,১৮৯,২৬৪/- টাকা।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নঃ প্রকল্প পরিচালক সামাজিক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। দুটি টিম (একটি স্থানীয় কমিটি এবং একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠনের মাধ্যমে) মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করবে। নিম্ন বা বন্দর স্তরের কমিটি ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান করবে। অন্যদিকে উচ্চ স্তরের কমিটি প্রথম বর্ষে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে এবং মনিটরিং প্যানেল দ্বারা প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়জুড়ে বছরে একবার করে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করবে। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যমূলক বাস্তবায়ন এবং উদ্ভুত সমস্যা কমিয়ে আনার জন্য পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে। পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা প্রশমনের পথ ত্বরান্বিত হবে। যদি কোনও সমস্যা পাওয়া যায় তা আলোচনা করে সংশোধিত কর্মকান্ডের নকশা প্রস্তুত করা হবে। প্রকল্পের শেষে একটি প্রকল্প সমাপ্তির মূল্যায়ন করা হবে। সমস্ত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলি বিশ্বব্যাংকের কাছে তাদের পরামর্শের জন্য পাঠানো হবে।

বাস্তবায়ন পরিকল্পনাঃ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক (ডিসি) অফিসে একটি ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা জমা দেবে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষকে জমি অধিগ্রহণের বাজেট জমা দানের অনুরোধ করবেন। তারপর স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে জেলা প্রশাসনকে প্রস্তাবিত বাজেট সরবরাহ করবে। জেলা প্রশাসন টাইটেল হোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আইনী দলিল-দস্তাবেজের প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। টাইটেল হোল্ডার নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কেবলমাত্র আইনী দলিল দস্তাবেজ গ্রহণ করবে। তবে রামগড় স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত অভিযোগ নিরসন কমিটি হেডম্যান এবং বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আঞ্চলিক দলিল/হাত দলিল ধারীদের দাবি/অভিযোগ মীমাংসা করবে।

যেহেতু প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত সেহেতু বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি পুনর্বাসন নীতিমালা (Resettlement Policy Framework) প্রস্তুত করেছে এবং সেটি অনুসরণ করে টাইটেল হোল্ডার এবং টাইটেল হোল্ডার নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য বিশদ বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে টাইটেল হোল্ডার এবং টাইটেল হোল্ডার নয় এমন ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের কাজ হল জেলা প্রশাসকের কাছে তহবিল হস্থান্তর করা এবং প্রকল্প শুরুর আগে যাতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি (টাইটেল হোল্ডার এবং টাইটেল হোল্ডার নয়) সমস্ত ক্ষতিপূরণ পায় তা নিশ্চিত করা।

দুই দফায় স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটি হয়েছে ২০১৬-১৭ সালে আর দ্বিতীয়টি হয়েছে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সালে। এই আলোচনার ভিত্তিতে এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াসহ জমি হস্তান্তর কার্যক্রম ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যঃ বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি অনুসারে উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিষয়সমূহ (ওপি ৪.১০) আলোচিত হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত এবং প্রকল্পের আওতায় কিছু উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় তাদের জন্য অতিরিক্ত ৩০% ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তাছাড়াও, প্রকল্পটিতে উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কাঠামোর (এসইডিসিডিএফ) উপর ভিত্তি করে একটি ক্ষুদ্র উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ব্যবস্থা (এসইডিসিডিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায় এবং দরিদ্র ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলির সহায়তা পায়। প্রকল্পের ফলে সাংস্কৃতিক সম্পত্তির কোন ক্ষতি হবে না।